কৃষি বিষয়ক খনার বচন

শম্ভুনাথ ঘোষ

উত্তর চবিবশ পরগণার সদর বারাসাতের যশোহর রোড ও টাকী রোডের সংযোগস্থল হল চাঁপাড়ালি মোড়। টাকী রোড ধরে বসিরহাটের দিকে বাস যোগে পয়তাল্লিশ মিনিটের পথ গেলেই চৌমাথা মোড়। একটা পথ গেছে বাদুড়িয়ার দিকে। একটা হাবড়া অভিমুখী। টাকী রোড় গেল হাসনাবাদ। স্থানটির নাম বেড়াচাঁপা বেদালয়। এখানেই আছে খনা - মিহিরের ঢিবি। যা ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। বহুবার খনা - মিহিরের ঢিবি দেখা হয়েছে। একবার খনন করা হয়েছিল। এখন মাটিচাপা। বালান্দ প্রত্ন সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ (এখন প্রয়াত) এম এ জববার মৎ-সম্পাদিত পরিষদ সাহিত্য পত্রে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কাছে বালান্দাসংগ্রহশালায় একাধিকবার গিয়েছি। আর খনা - মিহিরের ঢিবির কাছে দিলীপ কুমার মৈত্রর সংগ্রহশালায় গিয়েছি। এম. এ. জববারআঞ্চলিক ইতিহাস ও প্রত্নগবেষক ছিলেন। যেমন দিলীপ কুম ার মৈতে। জববার সাহেবের 'বালান্দা চন্দ্রকেতুর রাজ্যে এসে বসবাস শু করেন। সময়কাল ধরা হয় চারশ খ্রীষ্টাব্দ। খনা ছিলেন 'ভূয়োদর্শী' জ্যোতিষী এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষক। বিশেষ করে কৃষি বিষয়ক পর্যবেক্ষণ গুলিই মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। 'বাঙালীর ইতিহাস', (আদিপর্বে) নীহার রঞ্জন রায় অবশ্য লিখেছেন খনার বচন রচনার কাল খৃষ্টীয় দশম থেকে দ্ব াদশ শতাব্দীর মধ্যে।

কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন, মিহির মিত্রদেবতার নামের জনপ্রিয় রূপ। অতীতে ঢিবিটি 'মিহিরের ঢিবি নামে পরিচিতছিল। পরে মিহিরের সাথে লোকশ্রুতিতে খনার নাম যুক্ত হয়ে গেছে। তাই পরবর্তী কালে ঐ ঢিবি খনা-মিহিরের ঢিবির নামে পরিচিত। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মার্টিন রেলের বেড়াচাঁপা স্টেশনটি ছিল খনা-মিহিরের ঢিবির প্রায় কাছেই। চীন া ভাষাবিদ গবেষক ডদ্র আলি নওয়াজ, ঢিবিটি খনা -মিহিরের আবাসস্থ বলেই চিহ্নিত করেছেন। ঢিবিটির একাংশে খনন করা হয়েছিল। যা দেখা গেল, তা হল একটা জ্যোতির্বিজ্ঞান মন্দির ও আবাসস্থল। যজ্ঞবেদী ও দীর্ঘ 'করিডোর' সমন্বিত ব াড়ী। উত্তর চবিবশ পরগণার বৃহত্তর বারাসতেই ছিলেন কিংবদন্তীর খনা। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে খনার কৃষি বিষয়ক 'বচন' নিয়ে অনুপঙ্খ বর্ণনা দেওয়া হবে।

'বচন' অর্থে লৌকিক ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশিত পর্যবেক্ষণ লব্ধ জ্ঞানের কথাই ধরতে হবে। বচনগুলি কৃষিবিজ্ঞানে সত্য বলে প্রমাণিত। কিন্তু আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানে উন্নতমানের বীজ, সার, ভাল সেচ ব্যবস্থার গুণে খনার বচনগুলি কিঞ্চি ৎ নিষ্প্রভ। বচন সমূহে কিন্তু গ্রামীণ কৃষকের কৃষিবিষয়ে যে সংস্কার, কু-সংস্কার বা 'ব্ল্যাক - ম্যাজিক' নিয়ে ভাবনা, তা একেবারে অনুপস্থিত।

খনা তাঁর বচনে 'বেদ' অর্থে 'জ্ঞান' ধরেছেন। জ্যোতির্বিদ্যায় রাশিচত্র আছে। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, বৃশ্চিক, তুলা, কুম্ভ, মীন ইত্যকার রাশি সমূহ। এই চত্রে তুলারাশি সপ্তমস্থানে। আর ষষ্ঠ স্থানে আছে কন্যা রাশি। তুলারাশিস্থ হল কার্ত্তিক ম াস। কার্ত্তিক মাসে আমনধান পাকে। আমনধান পাকার বিষয়ে খনার বচন হল

'বেদের কথা না হয় আন।
তুলা বিনা না পাকে ধান।'

প্রাক স্বাধীনতা পর্বে (১৯৪৫ খ্রীঃ) তদানীন্তন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সম্পাদক মি এ. ই. পোর্টার বাংলায়

কৃষি প্রচার কার্যে নিযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মশাইকে 'খনার বচন' সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে বলায়, মিত্র মশাই বাংলা ১৩৫২ সালের চৈত্র মাসে কলকাতার ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড থেকে 'খনার বচন' প্রকাশ করেন। একাজে মিত্র মশাই তথ্য সংগ্রহ করেন। সাহায্য করেন সজনীকান্ত দাস এবং অধ্যাপক ডদ্র নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী। কৃষি বিষয়ক খনার বচনগুলির প্রতিমাস ভিত্তিক বর্ণনার সমাহারই শ্রী মিত্রের 'খনারবচন'। একত্রে খনার বচন অন্য কোথাও পাইনি। তদানীন্তন ডেভলপমেন্ট কমিশনার, (বেঙ্গল) এস. এম. ইসহক বইটির ভূমিকালিখে দেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হল -- "বাংলায় পল্লীগাঁথার প্রচল ছিল। বচন, ছড়া, তর্জা, জারি, যাত্রা, কবিগানও পল্লীগাঁথায় থাকে।কিন্তু সে সব যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। নোতুন সংযোজন হয়েছে। কিছু বাদ গেছে,। মূল বচনের পরিবর্ত্তনও ঘটেছে। নোতুন বচন রচনা করে খনার ন ামেও চালান হয়েছে। তবু খনার বচন এককালে বাংলার কৃষি উৎপাদনকে সমৃদ্ধ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।"

ফসল উৎপাদন, কর্তন ইত্যাদি পর্যায়ে যে সব ফসলী উদ্ভিদের নাম মেলে, তাতে পাওয়া যায় -- আউষ, আমন ধান, আদ া, আলু, আম, ইক্ষু, কাউন, কার্পাস, কুমড়ো, কলাই , কলা, কাঁঠাল, কচু, ভুট্টা, বাঁশ, বেকুন, তামাক, তেতুল, তিল , , র াই, সরিষা, শন, লঙ্কা এবং আরো অনেক নাম।

তালিকার মধ্যে কুমড়ো (মিষ্টি), লঙ্কা, আলু, তামাক ও ভুট্টা উল্লিখিত। এখানে একটা প্রশ্ন জাগে। খনার বচন যদি চারশ খৃষ্টাব্দে বা মতান্তরে দশম থেকে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের হয়, তাহলে এই পাঁচটি ফসল বিষয়ে খনা বচন দিলেন কি ভাবে? এই পঁ াচটি ফসল তো দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে পর্তুগীজরা জলপথে ভারতে এনেছিল। এখানেই প্রম াণিত হয়, খনার বচন বলে যা চালু, তা সবই খনার নয়।

তা যাই হোক, খনার বচনের মধ্যে আরও আছে, ফসল কখন পাকে, কখন তা ঘরে তুলতে হয়। স্থায়ি বৃক্ষাদি কতটা দূরত্বে লাগতে হয়, কোন ফসলের রোপন সময় কখন, রোপনের আদর্শ পদ্ধতি, উপযুক্ত সময়, উপযুক্ত জলবায়ু, কোন্ ফসলের ফলনের সাথে কোন ফসলের সম্পর্ক ইত্যাদি। খনা মাঠ, বাগিচা, শস্যরক্ষা, জল হাল-বলদ, অর্থকরী ফসল বিষয়েও বচন দিয়েছেন। নেশাকর ফসল, ভেষজ উদ্ভিত, শাকপাতা, ইত্যাদি বিষয়ক বচনও রেখে গেছেন। বাংলার কৃষি-সাংস্কৃতিতে খনার বচন এক লোকায়ত ঐতিহ্য। শত সহস্র শতাব্দী ধরে প্রবহমান। খনার বহুমাত্রিক পর্যবেক্ষণ স্মরণাতীত ক াল থেকেই কৃষকদের কাছে এক বিস্ময়।

মাস ধরে খনার কৃষি-বচন গুলি বিবেচনা করলে দেখা যায়, আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের সাথে - কাল ও আবহাওয়ায় কোন ফারাক নেই। সকলেরই জানেন অঘ্রাণে কৃষ্ট কাঠলে ফলনে উপকারী। আম কাঠালের গাছ কুড়ি হাত দূরত্ব পুঁততে হয়। সুপারী নারকোল একাধিক ার তুলে পুতলে শীঘ্র বাড়ে। কাঁঠাল গাছ নেড়ে পুতলে ভুয়া হয়।

খনার বচন 'আগনে যদি না হয় বৃষ্টি। না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি।। হাত বিশেক করি ফাঁক। আম, কাঠাল পুঁতে রাখে।।

গুয়া নারকেল নেড়ে রো। আম টুটুরে কাঠল ভো।

গুয়োয় গোবর, কলায় মাটি।। নারিকেলের দে শিকড় কাটি।।

খনা বলে সুনে যাও।। নারিকেল মূলে চিটা দাও।।

গাছ্ হয় তাজা মোটা। শীঘ্র শীঘ্র ফলে গোটা।।

বাঁশ চাষ বিষয়ে খনার বচনে বলে, বাঁশের ঝাড় ফাল্গুনে আগুন দিয়ে পোড়াতে হত। চৈত্র মাসে বাঁশঝাড়ে মাটি দিতে হবে। বাঁশের ঝাড়ে ধানের চিটা দেওয়া ভাল।

'ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটি।। বাঁশ বলে শ্রীঘ্র উঠি।।

শুন বাপু চাষার বেটা বাঁশ ঝাড়ে দিও ধানের চিটা।।

চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে। দুই কুড়া ভুঁই বেঢ়বে ঝাড়ে।।'

তালগাছ রোপন ও ফলন বিষয়ে খনা বলেছেন---

'একপুষই রোপে তাল। পরপুষে করে পাল

অপর পুষে ভুঞ্জে তাল। যদি না লাগে গর নাল।।'

পুষ্টিকর ফল কলা সম্পর্কে খনার অনেক বচন আছে। তারমধ্যে কটি হল---

'ডাক ছেড়ে বলে রাবণা। কলা রোবে আষাঢ় - শ্রাবণ।।

ভাদ্র মাসে খে কলা।। সবংশে মরল রাবণ শালা।।
তিনশো ষাট কলা য়ে। থাকগে -- চাষা ঘরে শুয়ে
য়ে কলা না কেটে পাত। তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত।।'
পান চাষ বিষয়ে খনার বচন হল শ্রাবণে পান রোপন করতে হয়। গাছ পাতাবতী হতে তিন শ্রাবণ লাগে। ছায়াতে পানলত া হয়, রৌদ্রে নয়। শ্রাবণ মাসের পান রাবণ দশ মুখে খেয়ে শেষ করতে পারে না।
'পান পোতে শাওনে। খেয়ে না পুরাও রাবণে।।
এক আঘনে ধান। তিন শাওনে পান।।
খনা ডেকে বলে ধান। রোদে ধান, ছায়াতে পান।।'
হলুদ এবং তজ্জাতীয় ফসলের জন্য, দাবা পাশা খেলা ছাড়তে হবে। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাস হলুদ রোপনের সময়। আষ াঢ়-- শ্রাবণ ও ভাদ্রে হলুদের জমি নিড়াতে হবে। না হলে হলুদের ফলন হবে না।
'শাখ - জৈষ্ঠ্য হলুদ রোও/ দাবা পাশা ফেলিয়া থোও।।
আষাঢ় শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি / ভাদরে নিড়ায়ে করহ খাঁটি।।'
খনা কলাই বোনার সময় দিয়েছেন ভাদ্র ও আশ্বিন। তবে উভয় মাসের প্রথম উনিশ দিন বাদ দিতে হবে। আর তামাক চাষ পৌষ মাসে শেষ করতে হবে।
'ভাদ্রের চারি আশ্বিনের চারি। কলাই রোবে যত পারি।
আশ্বিনের ঊনিশ, কাত্তিকের ঊনিশ। বাদ দিয়ে মটর কলাই বুনিশ।
তামাক বুনো গুড়িয়ে মাটি। বীজ পুতো গুটি গুটি।
ঘন করে পুঁতো না। পৌষের অধিক রেখোনা।'
খনার বচনে পুর্ণিমা ও অমাবস্যায় হাল চালালে ফল ভাল হয়না। ঘরে অন্নাভাব ঘটে। কৃষিকাজে অন্য লোক নিয়োগ করে তার সাথে - সমান তালে খাটতে হবে। যিনি ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে তদারকি করেন তার অর্ধেকলাভ হয়। আর যিনি ঘরে বসে খোঁজ নেন, তার চিরকাল অন্নকষ্ট থাকে।
পুর্নিমায় মাঠে যে ধরে হাল। তার দুঃখ - সর্বকাল।
খাটে খাটায় লাভের গাঁতি / তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি।।
ঘরে বসে পুছে বাত / তাঁর ঘরে হা- ভাত।।
হাল চালনা করতে যাত্রাকালে কিছু সংস্কার খনা বেঁধে দিয়েছেন। ভাল দিন দেখে বের হতে হবে। পথে অশুভ কথাবার্তা চলবে না। আর হাল চালনা পূর্ব দিক থেকে শু করতে হবে।
'খনা বলে শুন কৃষকগণ। হাল লয়ে মাঠে যাবে যখন।।
শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা পথে যেন না হয় অশুভ বার্তা।।
মাঠে গিয়ে আগে দিক্ নিপণ। পূর্বদিক হতে কর হল চালন।'
জ্যোতিষশাস্ত্রের রাশি চত্র উল্লেখে খনা বলেছেন, যে বছর বুধরাজা, শুত্র মন্ত্রী সে বছর ফসলের ফলন হবে প্রচুর। শ্রাবণে প্রচুর বিষ্টি, ভাদ্রে কড়া রোদ এবং আশ্বিনে ক্ষেতে আলডোবা জল থাকলে ধান ভাল ফলে,
'বুধ রাজা শুত্র তাঁর মন্ত্রী যদি হয়/ শস্য হবে ক্ষেত্রে পুরা নাহিক সংশয়।
কর্কট ছর্কট সিংহ শুখা। কন্যা কানে কানে
বিনা বায়ে বর্ষে তুলা। কোথা রাখবি ধান?'
রবিশস্যের জন্য জলবায়ুর কথাও খনার বচনে আছে। কার্ত্তিক পুর্নিমায় আকাশ মেঘশূন্য থাকলে প্রচুর রবিশস্য ফলে। তবেবৃষ্টি হলে ফলন ভাল হবে না।।
'কার্ত্তিক পুর্ণিমা কর আশা। খনা ডেকে কন শোনরে চাষা।
নির্মল মেঘে যদি বাত বরে। রবি খন্দের ভার ধরনী না সবে।।
মেঘ করে রাত্রে, আর হয় জল। তবে জেন, মাঠে যাওয়াই নিষ্ফল।'

খনা বলেছেন, শ্রাবণে পূর্বদিক থেকে বাতাস বইলে কৃষি মার খাবে। কৃষককে কৃষি ছেড়ে ব্যবসা করতে হবে। যে বছর প্রচুর আম ফলে সে বছর বন্যা হয়। যে বছর তেঁতুল বেশী ফলে ধানও বেশী হয়। বামন যেমন দক্ষিনা পেলে চলে যায়, অ ার বাদল দক্ষিণা বাতাস বইলেই চলে যায়।

'শ্রাবণে বয় পূর্বে রায়। হাল ছেড়ে চাষা বানিজ্যে যায়।।

আমে বান, তেঁতুলে ধান।

বামুন, বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান।'

বৃষ্টিপাতের সাথে কৃষির গভীর সম্পর্ক আছে / বৃষ্টি চাড়া ব্যাপক কৃষিকাজ অসম্ভব। খনা বৃষ্টিপাত দিয়ে জ্যোতিবিজ্ঞানের সাহায্যে নানা বচন দিয়েছেন/ মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হলে রাজ্য ও রাজা ধন্য হল।

'যদি বর্ষে মাঘের শেষ/ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।'

ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হলে চিনা, কঠিন দ্বিগুন ফলে, 'যদি বর্ষে ফাগুনে/ চিনা, কাউন দ্বিগুনে'

কিন্তু পৌষে বৃষ্টি হলে চীনা, কাউনে শাস জন্মাবে না 'যদি বর্ষে পুষি / চিনা কাউন ভূষি।' দিনে যদি বৃষ্টি হয় আর রাতে আকাশ ভরা তারা থাকে, তবে কৃষি দুঃখের দিন আনে 'দিনে জল রাতে তারা/ এই দেখবে দুঃখের ধারা।' খনা বলেছেন চন্দ্রমন্ডলেতারা উঠলে বেশী বৃষ্টি হবে 'চাঁদের সভার মধ্যে তারা / বর্ষে পানি মুঘল ধারা।' বৈশাখে ঈশান্ কোণ থেকে ব াতাস বইতে থাকলেঅতিরিত্ত বর্ষা হয় 'বৎসরের প্রথম ঈশানে বয় / অতি বর্ষা, খনা কয়।'

খনার পর্যবেক্ষণে পূর্বদিকে রামধনু উঠলে খানা ডেবাও জলে টইটুম্বুর হয়।

'পূবেতে উঠিলে কাঁড় / ড়াঙ্গা ড়োবা একাকার।'

খনা বলেন, ভাদ্র মাসে আকাশে মেঘ থাকলে এবং বিপরীত দিক থেকে বাতাস বইলে সেদিন বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী 'ভাদুরে মেঘে বিপরীত রায় / সেদিন বর্ষা কে ঘুচায়।' চন্দ্রমণ্ডল বড় হলে তাড়াতাড়ি বর্ষা আর ছোট হলে অনাবৃষ্টি হয়। বচন দুটি হল

'দূরে সভা নিকট জল/ নিকট সভা রসাতল।'

চৈত্র মাসকে বলে মধু মাস। মধু মাসের পয়লা রবিবার হলে অনাবৃষ্টি, মংগল হলে বৃষ্টি, বুধ হলে দুর্ভিক্ষ। আর যদি বিষুঙ, শুত্র বা সোম হয় তবে শস্য প্রচুর হয়।

'মধু মাসের প্রথম দিবসে/ হয় যে সে বার।

রবি চোষে, মংগল বর্ষে/ দুর্ভিক্ষ হয় বুধবার।'

বৃষ্টি হবে কি হবেনা সে সব বিষয়ে আরও বচন রেখে গেছেন। যা প্রমাণিত সত্য। ঘন ঘন ব্যাঙ ড়াকলে তাড়াতাড়ি বৃষ্টি হবে। কোদালে মেঘে হয়ে বাতাস বইতে শু হলে বৃষ্টি হবেই। কৃষককে আল বাঁধতে হবে।

'বেঙ ডাকে ঘন ঘন/ শীঘ্র বৃষ্টি হবে জেনো।

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা / ঘন ঘন দিচ্ছে বা।

বলো চাষায় বাঁধতে আল / বৃষ্টি হবে আজ বা কাল।'

খনার নথিভুত্ত কৃষিকাজ ও বৃষ্টি বিষয়ক ছড়ার সংখ্যা একশ বাইশটি। পরে অনেক সংযোজন হয়েছে, যা খনার বচন না হয়েও সেই নামে চলে যায়। স্বল্প পরিসরে সংগৃহীত সব তথ্য লেখা গেলনা। কৃষি বিষয়ক বচন ছাড়াও কাক, সাপ, ব্যাঙ, যাত্রা, পশুপাখির ড়াকে শুভ অশুভ চিহ্ বা সংকেত, কুকুরের আচার আচরণের ভাল মন্দ, হাঁচি, কাশি টিকটিকি ইত্যাদি বিষয়ে বচন আছে। সে সব বচনের সংখ্যাও কম নয়।

সংক্ষেপে সর্বশেষ কথা, ভূয়োদর্শী জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ বিদুষী খনার কৃষি বিষয়ক বচন লোকায়ত বাংলার কৃষি সংস্কৃতির এক ঐতিহ্য।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com